

# অনমঞ্জরী

বিদ্যালয় স্মরণীকা



## GYANJYOTI ACADEMY

Bidhanpally, Shivmandir  
Siliguri, Darjeeling

[www.gyanjyoti.co.in](http://www.gyanjyoti.co.in) [fb.me/gyanacad](https://fb.me/gyanacad) [gyan.jyotiacademy](https://www.instagram.com/gyan.jyotiacademy) [gyanjyotiacademy2013@gmail.com](mailto:gyanjyotiacademy2013@gmail.com)

প্রকাশক : শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মণ (বিদ্যালয়ের রূপকার)  
জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমি (2023-2024)  
প্রচ্ছদ : শ্রীমতি বন্দনা রায়  
মুদ্রক : ছায়া প্রিন্টার্স, ডাঙ্গীপাড়া, শিলিগুড়ি  
ফোন : 79085-88704, 98320-18963  
ই-মেইল : [swapankundu227@gmail.com](mailto:swapankundu227@gmail.com)

## সম্পাদকের কলমে

“জ্ঞান মঞ্জরী” শব্দটি জ্ঞান এবং মঞ্জরী এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ‘জ্ঞান’ কথাটির অর্থ একাধারে বোধ চেতনা, সংজ্ঞা, বিবেচনা বা শিক্ষা তথা পাণ্ডিত্য। আর ‘মঞ্জরী’ শব্দের অর্থ মুকুল, অঙ্কুর, শীষ বা কচি ডাল। কোমল মতি শিশুদের শিশুমনের বিকাশ ঘটানোর জন্য যে সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সহায়কের ভূমিকা পালন করে, বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়িকেনন তাদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুমনের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আজকের শিশু আগামীকালের ধারক ও বাহক। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক লেখা পড়ার সাথে সাথে শিশুমনে কল্পনা ও ভাবনার সমন্বয়ে এক সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটে, এই সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করতেই আমাদের প্রথম প্রয়াস “জ্ঞান মঞ্জরী”

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কল্পনা, ভাবনা, উচ্চাস, আবেগ, নিষ্ঠা সময়ানুবর্তিতা সবই স্থান পেয়েছে এই জ্ঞানমঞ্জরীতে। ওদের উৎসাহিত করতে গিয়ে আমরাও ওদের দলে সামিল হয়েছি। আমাদের চিন্তা ও চেতনাও মিলিয়ে দিয়েছি আমাদের সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে।

আমাদের আশা আজকের নবজাতক শিশু “জ্ঞানমঞ্জরী” একদিন মহীরুহে পরিণত হবে। জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির প্রথম প্রয়াস জ্ঞান “জ্ঞান মঞ্জরী” আলোক বর্তিকা হয়ে উঠবে।

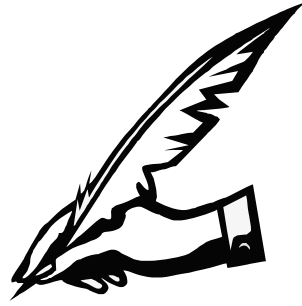
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন — "Education is the manifestation of the Perfection already in man." তিনি বিশ্বাস করতেন।, কোন মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তার মন থেকে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস দূর হবে। চরিত্র গঠন হবে। জ্ঞান জ্যোতি অ্যাকাডেমি শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ আচার -ব্যবহার এবং রীতিনীতির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে ব্রতী হয়েছে।

শুভ কামনা সহ

বন্দনা রায়

পত্রিকা সম্পাদক।

জ্ঞান জ্যোতি অ্যাকাডেমি।



## UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

**PROF (DR.) M. N. ROY**

**FRSC (London)**

**Senior Professor of Chemistry, NBU  
Founder Vice-Chancellor of Alipurduar  
University**

**Awardee of**

**One Time Grant from UGC,**

**Prof. Suresh C. Ameta Award from ICS,**

**Bronze Medal from CRSI, Dewang Mehta Best  
Professor in Chemistry, Panchanan Barma and**

**Vidhyasagar Samana Awards**

**and**

**Shiksha Ratna, Doars Ratna and Banga Bhushan  
from the Govt. of West Bengal**

ENLIGHTENMENT TO PERFECTION



**Phone : 0353 2776381**

**Mobile: 094344 96154**

**Fax: +91 353 2699001**

**Darjeeling-734 013,  
West Bengal, INDIA**

**June 27, 2023**

**E-mail: [mahendraroy2002@yahoo.co.in](mailto:mahendraroy2002@yahoo.co.in)  
[/ucapduniversity@gmail.com](mailto:ucapduniversity@gmail.com)**

### Message

I am exceedingly happy to learn that 'GYAN JYOTI ACADEMY', A Unit of Gyanadini Memorial Trust, Bidhanpally, Shivmandir, Post. Kadamtala, Dist. Darjeeling is going to publish a Souvenir embodied in the title "GYANMANJARI" in the academic session 2024.

I anticipate that the Souvenir will certainly bestow every one of the human resources with a possibility of opening up a newer frontier and beginning a groundbreaking boundary encircled by the Dearest Students, Esteemed Academic Staff, Teachers, Doctors, Engineers, Leaders, General People and Social Workers and I urge one and all to continue functioning with enthusiasm and dedication keeping in mind with the mission and vision with a view to enhancing innovative augmentations of the society/country.

I am honoured to obtain this opportunity to show my appreciation to all associated with the Souvenir.

I desire the souvenir a splendid accomplishment.

*Mahendra Nath Roy*

Professor (Dr.) Mahendra Nath Roy, FRSC (London)



PHONE No : 8637001561  
9749324451

## RAMAKRISHNA VEDANTA ASHRAM

Baramohan Singh Jote, Atharakhai Anchal, P.O. Kadamtala, Dist. Darjeeling-734011

H.O. RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19A & 19B, RAJA RAJKRISHNA STREET, KOLKATA-700 006, PHONE (033) 25558292, 25557300  
Email: ramakrishnavedantamath@vsnl.net, website-www.ramakrishnavedanta.org

Ref. No. ....

Date ১০.০৮.২০২৩.....

### শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনাদের বিদ্যালয় জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে বার্ষিক বিদ্যালয় পত্রিকা “জ্ঞানমঞ্জুরি” প্রকাশিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য প্রকাশিত হয়। ছাত্র ছাত্রীদের তথা শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলীর মৌলিক ও গবেষনামূলক চিন্তাধারা উপস্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হল এই “জ্ঞানমঞ্জুরি”।

শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা জানাই “জ্ঞানমঞ্জুরি” সাফল্য লাভ করুক। সেই সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আশীর্বাদে বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য ও ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হোক।

*Subhasat*

স্বামী সনুদ্বানন্দ মহারাজ  
রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, আঠারখাই

প্রধান শিক্ষিকা  
জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমি  
বিধানপল্লী, কদমতলা, দার্জিলিং

# GYANADINI MEMORIAL TRUST

## TRUSTEE BOARD MEMBERS

***Sri Suresh Chandra Barman***  
Chairman



***Smt Sova Barman***  
B.Sc. B.Ed  
Vice Chairman



***Sri Naresh Chandra Barman***  
B.Sc., C.A.I.I.B.  
Secretary



***Smt. Paramita Barman Majumdar***  
B.Tech., C.A.I.I.B.  
Member of Trustee Board



***Dr. Tamal Priya Barman***  
M.B.B.S., MD (General Medicine)  
DrNB Trainee Cardiology  
(R. N. Tagore Institute of Cardiac Science)  
Member



***Dr. Aparna Basumatary***  
M.B.B.S., MS (General Surgery)  
MCH Trainee CTVS (IPGMER & SSKMH)  
Member



## স্মরণিকা

### সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ



- ১। সৰ্বশ্রী নরেশ বৰ্মন (বিদ্যালয়ের রূপকার)
- ২। শ্রীমতি শোভা দাস প্রধান শিক্ষিকা ও সভাপতি
- ৩। শ্রীমতি সায়নী মুখার্জী সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ও সদস্যা
- ৪। শ্রীমতি বন্দনা রায় পত্রিকা সম্পাদক।
- ৫। শ্রীমতি শুল্লা মণ্ডল সাহা সদস্যা
- ৬। শ্রীমতি বাসন্তী কর সদস্যা
- ৭। শ্রীমতি তনুশ্রী মণ্ডল সদস্যা



## জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা বৃন্দ

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১। শোভা দাস (প্রিন্সিপল)	এম. এ. (সংস্কৃত) / বি. এড.
২। সায়নী মুখার্জী (ভাইস, প্রিন্সিপল)	এম। এ। (ইতিহাস)
৩। শুল্লা মণ্ডল	বি. কম
৪। বাসন্তী কর	বি. এ.
৫। পবিত্রা রাই	বি. এ
৬। বন্দনা রায়	এম. এ. (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) বি. এড.
৭। সঙ্গীতা দাস	এম. এ. / বি. এড.
৮। ভাস্বতী রায়	এম. এ. (ইংরাজী) / বি. এড.
৯। সুস্মিতা বর্মণ	অনার্স (ইতিহাস) / বি. এড.
১০। তনুশ্রী মণ্ডল	এম. এ. (বাংলা)
১১। সাগরিকা সিংহ রায়	এম. এ. (ইংরাজী) / বি. এড.
১২। মল্লয়া ঘোষ	এম. এ. (ইংরাজী) / বি. এড.
১৩। রিম্পা রায়	এম. এ. / বি. এড.
১৪। শ্রেয়সী বিশ্বাস	বি. এস. সি. / বি. এড.

## জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির সহযোগী বৃন্দ

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১। পুষ্প বর্মণ	এইট পাশ।
২। দিপ্তী সরকার	উচ্চমাধ্যমিক পাশ।
৩। সরস্বতী সাহা	উচ্চমাধ্যমিক পাশ
৪। দীপা সিংহ	মাধ্যমিক পাশ।
৫। প্রতিমা রায় চৌধুরী	এইট পাশ।





## Class-wise 1st, 2nd, 3rd Position Academic Year : 2023

### **Bengali Medium**

#### **Nursery:**

- 1<sup>st</sup>: Neelanjan Paul  
2<sup>nd</sup>: Hiya Roy  
3<sup>rd</sup>: Nishant Singha

#### **K.G-I:**

- 1<sup>st</sup>: Debarati Roy  
2<sup>nd</sup>: Shristi Barman  
3<sup>rd</sup>: Disha Paul

#### **K.G-II:**

- 1<sup>st</sup>: Chandrika Roy  
2<sup>nd</sup>: Samanwita Mondal  
3<sup>rd</sup>: Riya Mali

#### **Class-I:**

- 1<sup>st</sup>: Tapas Barman  
2<sup>nd</sup>: Mandira Barman  
3<sup>rd</sup>: Apurba Barman

#### **Class-II:**

- 1<sup>st</sup>: Jui Roy  
2<sup>nd</sup>: Ankon Barman  
3<sup>rd</sup>: Sorna Basak

#### **Class-III:**

- 1<sup>st</sup>: Diyan Roy  
2<sup>nd</sup>: Sneha Roy  
3<sup>rd</sup>: Jotimoy Barman

#### **Class-IV:**

- 1<sup>st</sup>: Anuska Saha  
2<sup>nd</sup>: Jayeshree Roy  
3<sup>rd</sup>: Anuradha Sarkar

### **English Medium**

#### **Nursery:**

- 1<sup>st</sup>: Suchitro Barman  
2<sup>nd</sup>: Dhruv Barman  
3<sup>rd</sup>: Mousumi Barman

#### **K.G-I:**

- 1<sup>st</sup>: Utsav Das Mohanta  
2<sup>nd</sup>: Harshika Shil  
3<sup>rd</sup>: Labanya Ghosh

#### **K.G-II:**

- 1<sup>st</sup>: Subhojit Debnath  
2<sup>nd</sup>: Barnita Ghosh  
3<sup>rd</sup>: Muskan Mandal

#### **Class-I:**

- 1<sup>st</sup>: Kajal Sinha  
2<sup>nd</sup>: Souriya Biswas  
3<sup>rd</sup>: Mondeep Ghose

#### **Class-II:**

- 1<sup>st</sup>: Prapti Karmakar  
2<sup>nd</sup>: Gaurav Das  
3<sup>rd</sup>: Diya Barman

#### **Class-III:**

- 1<sup>st</sup>: Nandini Ghosh  
2<sup>nd</sup>: Ayush Paswan  
3<sup>rd</sup>: Anup Singha

#### **Class-IV:**

- 1<sup>st</sup>: Khusi Roy  
2<sup>nd</sup>: Soham Adhikary  
3<sup>rd</sup>: Bibek Das



Pencil art by Master Shreyaan Majumdar  
Ex-Student

## “সূচীপত্রঃ”

### কবিতা / ছড়া

১।	জ্ঞানজ্যোতির আত্মকথাঃ	নরেশ বর্মণ (সম্পাদক - জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি)
২।	Corona Virus	Smt. Paramita Barman Majumdar
৩।	গ্রীষ্মের ছুটি	অক্ষয় বর্মণ ( II ) / B.M.
৪।	মাছে ভাতে বাঙালী	ইমন ব্রহ্মা ( III ) / B.M.
৫।	একটি গাছ একটি প্রাণ	অক্ষয় সরকার ( II ) / B.M.
৬।	Salute	Dipak Barman / ( IV ) / E.M.
৭।	বন্ধু স্মৃতি	বাসন্তী কর/ শিক্ষিকা (বাংলা মাধ্যম)
৮।	জীবন	সুমিত্রা পোদ্দার/ শিক্ষিকা (বাংলা মাধ্যম)
৯।	অনুভব	সুমিত্রা পোদ্দার / শিক্ষিকা (বাংলা মাধ্যম)
১০।	Sports Day	Anup Singha / ( III ) / E.M.
১১।	শরৎ	সাগরিকা সিংহ রায় (শিক্ষিকা)
১২।	সই	তৃষা রায় ( III ) / B.M.
১৩।	পাখিসব	তৃষা অধিকারী ( II ) / B.M.
১৪।	School Bus	Snehashish Roy / ( II ) / E.M.
১৫।	স্বাধীনতা	রিম্পা রায় (শিক্ষিকা)
১৬।	গ - র - র - র - ম	পবিত্রা রাই / শিক্ষিকা / (বাংলা মাধ্যম)
১৭।	Fear	Bhaswati Roy/ (Teacher- /E.M.)
১৮।	Clean India	Diya Barman / ( II ) / E.M.
১৯।	Fear	Sangita Das
২০।	The School Magazine	Dibyasree Purkayastha / (Teacher- /E.M.)
২১।	My Student's	Susmita Barman / (Teacher- E.M.)

### গল্প / প্রবন্ধ

২২।	সোনার পালক দেওয়া হাঁস	অনামিকা বিশ্বাস / ( II ) / B.M.
২৩।	প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ	শর্মিষ্ঠা সিংহ / ( III ) / B.M.
২৪।	Summer Season	Nandira Ghosh / ( III ) / E.M.
২৫।	বৃষ্টির দিনে আমার উচ্ছ্বাস	তাপস বর্মণ - ( I )
২৬।	পরিবেশ দূষণ	জ্যোতিময় বর্মণ - ( III )
২৭।	গরমের ছুটি	সৌভিক দাস / ( II ) / B.M.
২৮।	আমাদের স্কুল	তনুশ্রী সরকার ( II ) / B.M.
২৯।	গাছ আমাদের পরম বন্ধু	ইমন ব্রহ্মা/ ( III ) / B.M.
৩০।	পরিবেশ	অনুপমা সাহা - ( IV )

## “সূচীপত্রঃ”

### গল্প / প্রবন্ধ

৩১। Elephant	Bipasha Das / ( IV ) / E.M.
৩২। Indian Culture	Bibek Das / ( IV ) / E.M.
৩৩। শুকুন বিলুপ্তির কারণ	দিয়ান রায় / ( III ) / B.M.
৩৪। গাছ বিষয়	জয়শ্রী রায় / ( IV ) / B.M.
৩৫। একটা ঝড়ের রাত	ম্নেহা রায় / ( III ) / B.M.
৩৬। মুর্খ কল্লুআ	Khushi roy / ( IV ) / E.M.
৩৭। Essay on Cat	Soham Adhikari / ( IV ) / E.M.
৩৮। আমি একজন মা	শোভা বর্মণ (সহ-সভাপতি, জ্ঞানজ্যোতি এ্যাকাডেমি)
৩৯। শিক্ষা ও সহ - পাঠক্রমিক বিষয়	শ্রেয়সী বিশ্বাস / শিক্ষিকা / B.M.
৪০। শিক্ষার সেকাল - একাল	ডাঃ তমাল প্রিয় বর্মণ
৪১। Blue Babies	Dr. Aparna Basumatary
৪২। পুস্তক	Sukla Saha Mondal / (Teacher- /E.M.)
৪৩। Role and Duties of Teacher	Sukla Saha Mondal / (T/I/ C- /E.M.)
৪৪। পরিবার, শিক্ষা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম	শোভা দাস সরকার ( প্রধান শিক্ষিকা)
৪৫। Art and Craft	Tanusree Mondal/ (Teacher- /E.M.)
৪৬। My School My Pride	Kajal Sinha / ( I ) / E.M.
৪৭। A Small Advice	Priyanka Roy / (Teacher- /B.M.)
৪৮। Yoga	Mahuya Ghosh
৪৯। জ্ঞানজ্যোতি এ্যাকাডেমি ফিরে দেখা	সায়নী মুখার্জী /সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
৫০। শীতকাল	প্রিয়াংশু রায় ( I ) / B.M.
৫১। স্মৃতির পাতায় শৈশব	বন্দনা রায় / শিক্ষিকা / B.M.
৫২। Fear	সঙ্গিতা দাস (শিক্ষিকা)



# Teacher's, Students & Others Photograph



Photograph of Teachers with the Secretary and Vice Chairman of the School



Both Medium Nursery Class



Both Medium KG-I Class



Both Medium KG- II Class



Both Medium Class-I



Both Medium Class-II



Both Medium Class-III



Both Medium Class-IV

## “জ্ঞানজ্যোতির আত্মকথাঃ”

নরেশ বর্মণ

সম্পাদক - জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি

আমার জন্মতারিখ ঠিকঠাক মনে নেই কিন্তু সালটা ইং ২০১৩। ইন্দিরাপল্লীতে একটা স্বল্প পরিসর জায়গায় কয়েকটি ঘর নিয়ে এবং মাত্র নয় জন ছাত্র-ছাত্রী ও তিন জন শিক্ষিকাকে নিয়ে আমার পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেই সময় যারা সঠিকভাবে আমাকে লালনপালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মৌমিতা ম্যাম (তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা)। যদিও শুরুতে আমার যাত্রাপথটা অতো সহজ ছিলো না, কিন্তু যারা আমার সৃষ্টির পিছনে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অটুট বিশ্বাস ছিল যে একদিন আমি অনেক বড়ো হয়ে উঠবোই। প্রথম প্রথম ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেই আমার উপরে ভরসা রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু আমার শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিচালকদের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে আমার সুনাম চারিপাশে ছড়াতে থাকে ও আমার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এভাবেই ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা মাত্র নয়জন থেকে প্রায় একশো জনে দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় জায়গার অপ্রতুলতার কারণে ২০১৭ সালে বিধানপল্লীতে একটি অনেক বড়ো পরিসরে আমাকে স্থানান্তরিত করা হয়। নতুন পরিসরে আসার পর থেকেই আমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। আরো অনেক শিক্ষিকা ও সহায়িকা আমার সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়তে থাকে। আমার পরিচালকরা অনেক সামাজিক কল্যাণকর কাজকর্ম শুরু করেন। এভাবেই চতুর্দিকে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আমার প্রাঙ্গণের চারদিকে সৌন্দর্যায়নের জন্য অনেক ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হয়। আমার প্রাঙ্গণের চারদিকে দেয়ালের উপর মনীষীদের ছবি ও তাঁদের বাণী দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। এতে একটা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যিই আমার খুব গর্ব বোধ হয় যখন অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমার সৌন্দর্যায়ন দেখতে এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। আমার এখানে মাঠের মধ্যে ও ঘরের ভিতরে ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য অনেক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয়েছে। এখন ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিদিন মনের আনন্দে আমার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতে পারে। এভাবে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু ২০২০ সালে হঠাৎ করে পৃথিবী জুড়ে ‘করোনার’ প্রকোপ শুরু হয়ে যায়, তার ফল স্বরূপ আমার কাছে পড়তে আসা ছাত্র ছাত্রীরা ঘর বন্দী হয়ে পড়ে। আমার কাছে যারা পড়তে আসতো তাদেরকে **Online** এর মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অনেকের কাছে সেই সুবিধা না থাকার ফলে অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে আমার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে যায়। এমন অবস্থা হয় যে শিক্ষিকাদের বেতন পর্যন্ত সংগ্রহ হতো না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও আমার পরিচালন কমিটির সদস্যদের মনোবল অটুট ছিল। তাঁরা অতি কষ্টে আমার নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ ও শিক্ষিকাদের যৎসামান্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেছিলেন। দীর্ঘ দুবছর পর পৃথিবী ‘করোনা’ মুক্ত হলে আবার ছাত্র ছাত্রীরা আমার কাছে পড়তে আসা শুরু করে। এভাবেই আবার আমার পুনরুত্থান হয়। এখন আমি আমার কাছে পড়তে আসা ছাত্র ছাত্রীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দান করেই আমার কর্তব্য শেষ করি না, প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত যোগব্যায়াম, গান নাচ অঙ্কন ও কম্পিউটার প্রতিশিক্ষণ দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয় ছাত্র ছাত্রী যাতে বড় হয়ে মা-বাবার ও সমাজের সেবা করতে আগ্রহী হয় সেজন্য আমি তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবার মনোভাব জাগ্রত করে তুলি।

আমার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি শিক্ষিকা ও সহায়িকা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০০ পৌঁছে গেছে এবং শিবমন্দির এলাকায় প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আমি একটা জায়গা করে নিতে পেরেছি।

আমার এই উন্নতির পিছনে যেমন আমার পরিচালকদের অবদান আছে তেমনি আমার প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষিকা ও সহায়িকাদের অবদানও অনস্বীকার্য। সমাজের প্রতিটি শিশু যেন উন্নত মানের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মা-বাবা ও সমাজের সেবা করতে পারে সেটাই আমার একমাত্র প্রচেষ্টা। সকল অভিভাবক, যারা আমার উপর ভরসা রেখে তাঁদের সন্তানদের আমার কাছে শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

## CORONA VIRUS (COVID-19) AND ITS IMPACT

The COVID-19 pandemic has changed the world and the consequences of this will have long lasting effects.

It was on January 30, 2020 that India reported its first case of infection with the novel coronavirus, a 20-year old medical student in Kerala's Thrissur who had returned from Wuhan, China, the epicentre of the outbreak.

On the evening of 24 March 2020, the Government of India ordered a nation-wide lockdown for 21 days, limiting the movement of the entire 138 crores population of India, as a preventive measure against the COVID-19 pandemic in India. Our prime Minister, Mr. Narendra Modi, said that the only solution to control the spread of coronavirus was to break the cycle of transmission through social distancing.

The condition of daily wage earners worsened as the lockdown extended. Many of the labourers who were out of their home for earning their living, got stuck and could not return to their villages, due to the lockdown. COVID-19 not only killed people through virus incursion, but also due to economic and mental collapse, where many people died from hunger.

Unemployment was at its peak. It not only affected the daily bread earners but also people from varied sectors, especially high paying corporate jobs of the airlines and tourism sector saw some huge layoffs. This hit the Indian economy at large.

Along with the adults, the children of the country were the ones who were highly affected. The COVID-19 had a devastating impact on the world's education system. In addition to high school and elementary school students, this pandemic also affected college and university students. In March 2020, with the nation-wide lockdown, schools and colleges were forced to close. The usual classroom teaching style came to a complete halt.

India, along with the world, learnt to use technology to combat the COVID-19 crisis. On one hand where India's scientists were working hard day and night to invent the COVID-19 vaccine, to save millions of lives; on the other hand, technology and e-commerce were being innovated in full swing to continue the survival of the millions, stuck within the four walls.

As the pandemic continued, death toll kept rising. People with co-morbidity were the ones massively affected. The country transformed to a live burning ghat, with thousands and thousands of deaths every day. There was no shoulder left to console the family and kins of the deceased.

As the saying goes, there is a silver-lining in every cloud. Even with all its negatives, COVID-19 brought with it some positives as well. It made everyone stronger than before. People learnt the real meaning of family. In the rat race for earning a living, people had almost forgotten to spend time with their family. The pandemic brought everyone together as families were bound within the four walls of their house.



E-commerce took a boom. Everyone learnt to use technology to the optimum for survival. Emergency services such as medical services, banking services etc., provided the basic needs to the common mass.

The education system also underwent a massive change. The classrooms shrunk into the mobile, laptop and tablet screens and education became completely online. Kids also started adapting to the new way of life.

Amidst all this, COVAXIN, India's first COVID-19 vaccine was developed by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology. India began administration of COVID-19 vaccines on 16<sup>th</sup> January 2021. Vaccination of the 138 crores population was a humongous task but India took it up as a challenge, and as of 4<sup>th</sup> March 2023, India had administered over 2.2 billion doses.

On one-hand as India was administering its vaccine, on the other hand, India had started its phase-wise unlocking. On 31<sup>st</sup> March 2022, India's lock-down phase ended. Slowly the country was getting back to normal. Thus, after a tough two-year battle, the country was returning to normal life. Health restrictions had been lifted and cultural and sports activities had been resumed and people were joining back offices. After a long gap of two years, classrooms opened doors for their students, which was a big relief for the home-stuck kids.

Amidst all, the pandemic had come and taught us a new way of life. It taught us the importance of physical activity and protecting the health and well-being of our families. The most important lesson the pandemic taught us was to let nature heal itself and not to take it for granted. Our planet is all we have got. We should not exploit it more than we already have. Its high time we alter our lifestyle and switch to a sustainable one. It is each and every one's responsibility to take care of Mother Earth. Let us all make the World a better place to live.

***Smt. Paramita Barman Majumdar***

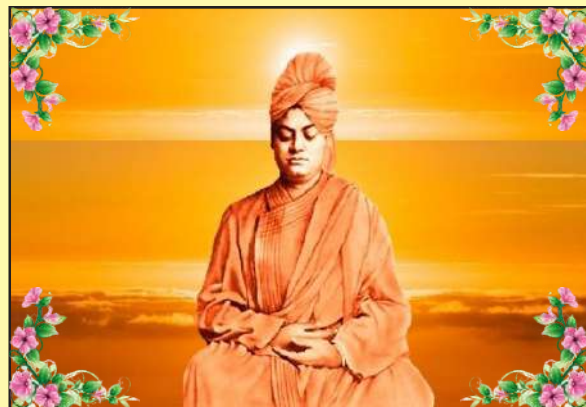
B.Tech., C.A.I.I.B.

Member of Trustee Board

# Annual Cultural Program



# Vivekananda Jayanti Celebration



“গ্রীষ্মের ছুটি”

অঙ্কন বর্মণ - ( II) (B.M)

গ্রীষ্মের ছুটি দিয়েছে ভাই,  
তাই, আমরা দাদুর বাড়ি যাই।  
দাদুর বাড়ি গিয়ে আমি  
আম কাঁঠাল খাই।  
যত্ন নিলেন দাদু দিদা  
আরও মামা মামি  
সারাদিন খেয়াল রাখেন  
আমার মাসি মনি।  
এই ভাবেই কয়েকটা দিন  
কাটিয়ে দিলাম ভাই,  
সামনে আমার পরীক্ষা, তাই —  
এবার বাড়ি যাই।



“মাছে ভাতে বাঙালী”

Eeman Brahma ( III)

মা বলল মাছ ভাত খেয়ে নাও  
আমি মাছ খাবো না ভাই  
মাছে অনেক কাঁটা থাকে  
গলায় লেগে যায় তাই।  
মা বলল তাই বলে কি মাছ খাবে না?  
কেমন বাঙালী তুমি ভাই?

“একটি গাছ একটি প্রাণ ”

Ankush Sarkar ( II)

“একটি গাছ একটি প্রাণ” সর্বলোকে কয়  
সর্বলোকে কয় তবু নাহি যত্ন লয়।  
গাছের ও যে প্রাণ আছে সবে মোরা জানি  
তবু কেন পথ চলিতে চলিতে  
তাহাদের পত্র ধরিয়া টানি?  
এই বিষয়ে শোন একটি কথা  
তাহাদের অঙ্গ ছিড়িলে লাগে বড়ো ব্যাথা।



## Salute

Salute good people  
who do good work for the world.

Not by hand

But by heart

Salute engineers

Salute teachers,

And salute elders

Salute those who help people

Not by hand

But by heart.



Dipak Barman  
Class - IV  
(E.M.)

# Saraswati Puja



# Basanta Utsav



**HAPPY  
HOLI**

“ বন্ধু - স্মৃতি ”

বাসন্তী কর ( সরকার ) —  
শিক্ষিকা

কত স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে  
আবেগ পরিতেছে ধরা,  
অমলিন থাক সদা এ জীবনে  
যেমন অমলিন থাকে হীরা ।  
উদাসি হৃদয়ে চেতনা ছড়ায়  
যখন, বন্দুরা দেয় সাড়া  
জীবন পথ হয় গো দুর্বিষহ  
এমন বন্ধু-স্মৃতি ছাড়া ।  
আনন্দ আর ধরিতেছে না  
হইয়াছে যে আত্মহারা  
দীর্ঘায়ু হোক স্মৃতিগুলো সব  
আর, যুক্ত যেন থাকি মোরা ।



“ অনুভব ”

ছোট ছোট গাছের পাতা উড়ে যেন বলে  
আমার সঙ্গে উড়বে নাকি  
নাম দেও এবার দলে ।  
হঠাৎ ঝড়ে বিকেল বেলায়  
তাকিয়ে দেখি বাইরে  
গাছ যেন চাঁচিয়ে বলছে  
আমায় বাঁচাও রে ।



“ জীবন ”

Susmita Podder

জীবন মানে চলতে থাকা  
থেমে থাকা নয়,  
জীবন মানে জড়িয়ে থাকা  
স্বপ্ন মধুর আশায় ।  
জীবন মানে জোয়ার ভাটা  
চিরদিনই রয় ।  
জীবন মানে শ্রেষ্ঠ পাওয়া  
আর কিছুকি হয় ।  
জীবন মানে প্রাণে জাগা  
এটা বলা যায় ।  
জীবন মানে শেষের দিশা  
ভুলবার কথা নয় ।  
জীবন মানে জয়ের আশা  
পরাজয় কখনও বা হয়,  
জীবন মানে শ্রেষ্ঠ পাওয়া  
আর কিছুকি হয় ।







## SPORTS DAY

We love sports Day!

We will run really fast,

It makes stronger,

and build, our muscles

It does not shot the matter if you fall

We will get up and run again

It doesn't matter if you don't win

It's okay

You can learn and try next time...!!

**Anup Singha**  
**Class - III**  
**(E.M.)**

# Blood Donation Camp



# Distribution of Mask, Sanitizer etc. During Corona Period



‘শরৎ’

শিক্ষিকা—

সাগরিকা সিংহ রায় ।

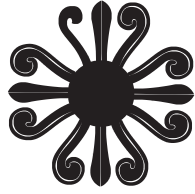
শরৎ এসে গেছে,  
চারিদিকে শুধু উৎসব আর উৎসব ।  
কতো যে রঙ — বেরঙের ফুল  
শরৎ-এ মাঠে ভরে থাকে কাশফুল ।  
আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘ,  
মনে সবার অফুরন্ত অপেক্ষার আবেগ ।  
মা আসবেন সবার ঘরে ঘরে,  
সঙ্গে অনেক আনন্দ আর উল্লাস নিয়ে ।



‘সই’

Trisha Roy ( III)

আম মিষ্টি জাম মিষ্টি  
তেঁতুল বড় টক  
তোমার সাথে বন্ধু হতে  
আমার বড় শখ  
এসো এসো বন্ধু হই  
সবাই তোমরা আমার সই  
এক সাথে নাচি গাই  
আম জাম তেঁতুল খাই ।



‘পাখিসব’

Trisha Adhikary ( II)

প্রত্যেকে তার নিজের ঘরে  
করছে ডাকাডাকি,  
তারা হলো - শালিক, দোয়েল  
বাবুই কোয়েল পাখি  
ভোর না হতেই ওরাই এসে  
ঘরের জানালায়  
লক্ষী সোনা উঠে পড়  
ডাকে যে আমায়  
এমনি করে সকাল সকাল  
ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার  
কোথায় যেন আকাশ পথে  
পালিয়ে চলে যায় ।



## SCHOOL BUS

I ride on the bus,  
 I ride on the bus,  
 When I'm living my school,  
 I'm so very careful to follow each rule.  
 I sit on my bottom,  
 I stay in my seat,  
 I use a soft voice,  
 Keep still hands and feet.  
 Patiently riding without any fuss  
 This is the way I ride on the bus.

**Snehasish Roy**  
**Class - II**



# Annual Sports



# Earth Day Celebration



“স্বাধীনতা”

রিম্পা রায়  
(শিক্ষিকা)

স্বাধীনতা মানে বিশাল পৃথিবী  
মুক্ত খোলা আকাশ  
স্বাধীনতা মানে খোলা জানালা  
বুকভরা নিঃশ্বাস।  
স্বাধীনতা মানে রক্ত চক্ষুর ভয় না পেয়ে  
নিজের খুশিতে পথ চলা।  
স্বাধীনতা মানে মনের কথা  
নির্ভয়েতে বলা।  
স্বাধীনতা মানে যোগ্যতা অনুযায়ী  
কর্ম খুঁজে নেওয়া।  
স্বাধীনতা মানে পথের সাথী  
মনমতো খুঁজে নেওয়া।।



“গ - র - র - র ম”

পবিত্রা রাই

উফ কী গরম  
শরীরটা ঘেমে হয়ে যায় নরম  
বাইরে বেরোয় যখন, যদি না নিই ছাতা  
তাহলে রোদে যেন ফেটে যায় মাথা।  
এই গরম, তুই যাবি কবে চলে?  
আর থাকতে পারি না এই গরমে পাখার তলে  
রোজ সকালে উঠে ফোনে দেখি Weather forecast  
কোনো কাজ করি না করি, এই কাজটিই Must

"Fear "

By - Sangita Das  
(Teacher)

We often fear  
We often tear  
But don't know the exact cause  
That might helps us to aware of that case  
We always over think  
We don't accept the reality  
But once we think of it  
May be that gets relief from it  
We know every cause has an effect  
So we don't think much of that fact  
Rather to face that reality  
Not than to fear it.....





# Clean India

North or South  
East or West  
India is the Best  
India is the Best  
Keep it Clean  
Keep it the Best  
For God's sake very special  
Keep it the Best  
clean everything  
clean everything  
India is the Best



Diya Barman  
Class-II, Roll No.-3



# Independence Day



# Teachers Day



# FEAR

We often fear  
We often tear  
But don't know the exact cause  
That might helps us to aware of that case  
We always over think  
We don't accept the reality  
But once we think of it  
May be that gets relief from it  
We know every cause has an effect  
& We don't think much of that fact  
Rather to face that reality  
Not than to fear it...

**By- Sangita Das  
Teacher**

# THE SCHOOL MAGAZINE

Here comes the school magazine  
filled with fun and energy  
Covering our rush in studies  
making our mind very busy

contains the glory of the school  
making it look cool  
looks like two roads diverged in woods

making the name of student council arose  
as they are given a very high post  
photo's of some students feels like fools  
as they are wearing a weird costume

Looking in its writing part led to confession  
as some poems in it doesn't have any conclusion  
the work teachers is highly appreciated  
as all of them looks busy and suffocated

the magazine is the encyclopedia of the school  
the people who do not mad read it are fools.

**Dibyasree Purkayastha**

# Yogasan and Pranayam



# Arts and Crafts Classes



## MY STUDENTS

In the wee hours of my life  
 You come knocking at my door,  
 Then I find how pleasing  
 It is to fill your thirsty souls;  
 You Variety faces,  
 Variety hearts and Souls and Colours,  
 I would be glad to find you  
 Head high among the crowds,  
 and gladder to see you  
 Climb up life's ladders  
 But when you tender hands  
 Reach Some unreached Souls  
 In the distant lature  
 My eyes will shed drops of tears.  
 and as a proud teacher  
 I would Come to know  
 Long back I had lit a tiny fire!.

**Susmita Barman**  
**Teacher**  
**(E.M.)**



# Birthday Celebration of Students and Teachers



# Raksha Bandhan



## “সোনার পালক দেওয়া হাঁস”

অনামিকা বিশ্বাস- ( II )

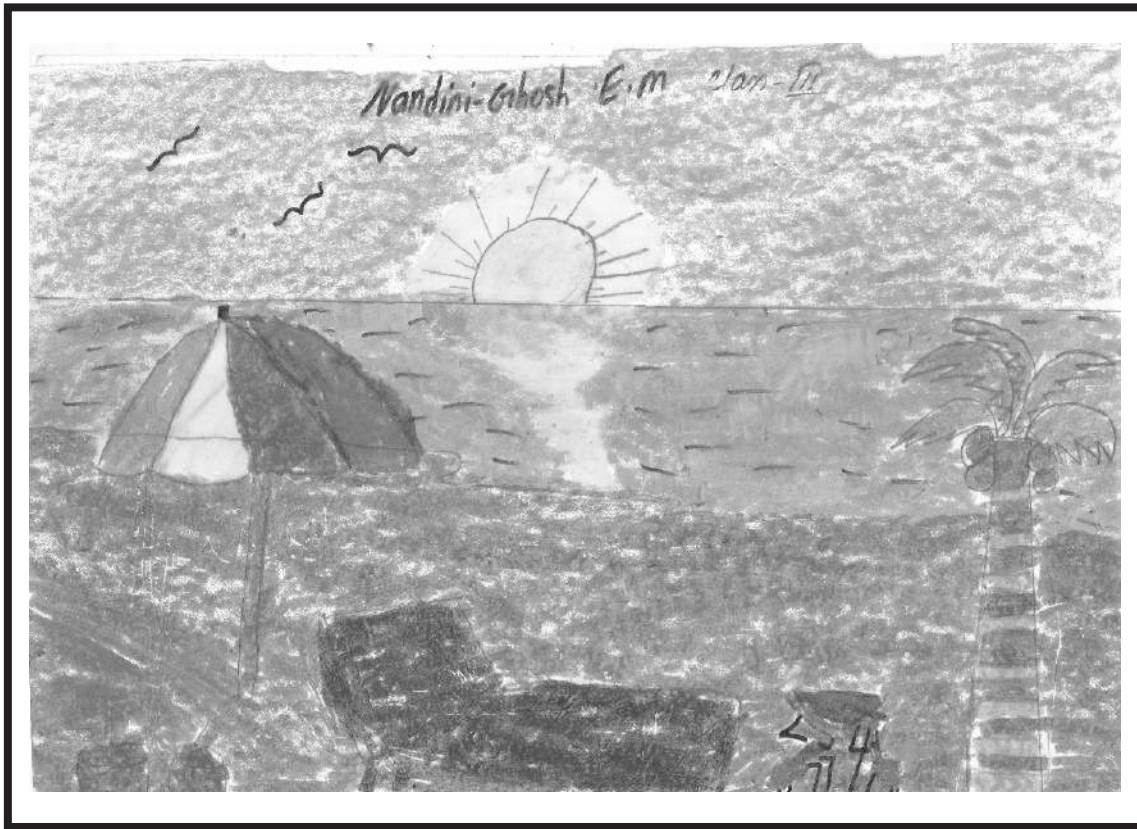
এক গায়ে একজন মহিলা তার ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকত। তারা খুব গরীব ছিল। তারা বাস করত একটি ছোটো কুটিরে। তারা এত গরীব ছিল যে কখনও কখনও তাদের কাছে খাবার জন্য কিছুই থাকত না। একদিন এক পরী তাদের কাছে হাঁসের রূপ ধরে আসে। হাঁসটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। আর তাঁর ডানা দুটো ছিল সোনার। হাঁসটির সেই গরীব পরিবারটিকে দেখে কষ্ট হল। সে তাদের সাহায্য করার জন্য দরজার সামনে ভিখারির রূপ ধরে বসে খাবার চাইল, ছোট মেয়েটি তখন নিজের খাবার ওই ভিখারিকে দিয়ে দিল। তখন ভিখারি হাঁসের রূপ ধরে বলল, আমি একজন যাদুকর হাঁস। তোমাকে অপরের সাহায্য করতে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমার মত ভালো মনের মানুষ পাওয়া যায় না। তারপর হাঁসটি একটি সোনার পালক দিয়ে বলল — আমি এরকম একটি করে পালক রোজ এখানে রেখ যাবো। তোমাদের আর কষ্ট করে না খেয়ে থাকতে হবে না। তারপর ছোট মেয়েটি সোনার পালকটি তার মার কাছে দিল। তার মা সেটি বিক্রি করে অনেক জিনিস নিয়ে এল। কিন্তু কিছুদিন পর তার মার মনে লোভ হতে লাগল। তাই সে হাঁসটিকে জালে আটকে ফেলল যাতে এক সাথে অনেক সোনার পালক পেতে পারে। কিন্তু সেটি হল না। সব সোনার পালক সাদা হয়েগেল এবং তারা আবার আগের মত গরীব হয়ে গেল।



## ‘প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ’

শর্মিষ্ঠা সিন্ধা - ( III )

অনেক দিন ধরেই মা বলছিল আমরা কোথাও বেড়াতে যাবো। যখনই মার মুখ থেকে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনতাম তখনই নানা ভাবনা মনকে ঘিরে ধরতো। যেমন কখন যাবো, কবে যাবো, কিভাবে যাবো ইত্যাদি – ইত্যাদি। শেষে সেই দিনটি দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো। দুর্গাপূজোর পর লক্ষ্মী পূজোর আগে ২৭শে অক্টোবর বুধবার, সকাল থেকেই ভীষণ আনন্দ, আজ আমরা রেল গাড়িতে করে সবাই মিলে ‘দীঘা’ ঘুরতে যাবো। তার ওপর মা – বাবা – বোন সবাই একসাথে। যাইহোক ট্রেনে উঠলাম বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে। ট্রেনে উঠে একটু সময় যেতে না যেতেই বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর বিশেষ কিছু বাইরে দেখতে পেলাম না। রাতে মা বাড়ী থেকে রুটি আর তরকারি বানিয়ে নিয়েছিল, যেগুলো খেয়ে ট্রেনের লম্বা সিটগুলোতে শুয়ে পরলাম। বেশ মজা লাগছিল। মনে হচ্ছিল দোলনায় দোল খাচ্ছি। পরদিন সকালে যখন দীঘায় পৌঁছলাম। তখন মনে হচ্ছিল, সমুদ্র এত সুন্দর তাতো কখনো ভাবিই নি। আমরা একটি হোটেলে ৩ দিন ছিলাম। অনেক ঘুরেছি, খুব মজা করেছি। ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ খেয়েছি, মা সকলের জন্য ছোট –খাটো কিছু উপহার কিনেছিল। বাবা-মায়ের সাথে সঙ্গে বোনকে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করেছি, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ দেখে মজা যেমন লাগছিল তেমনি ভয়ও হচ্ছিল। আমরা তৃতীয় দিন মন্দারমনি ঘুরতে গিয়েছিলাম। চতুর্থদিন বাড়ী ফেরার ট্রেন ছিল। আবার ট্রেনে উঠে বাড়ী ফিরে এলাম। ফেরার সময় সুন্দর স্মৃতি গুলো চোখের সামনে আনাগোনা করছিল। বাড়ীতে এসে পুনরায় পুরোনো ছন্দে ফিরলাম।



## Summer Season

Summer is the hottest season of the year. March, April, May and June are the months. of summer season. During summer days are long and in summer, the sun shines very brightly and it is very hot. We wear cotton clothes in this season. We like to have cold water, cold drinks, ice creams and juices. This is the season of fruits like mangoes, oranges and water melons. I love this season very much.

**Nandini Ghosh**  
**Class-III (E.M.)**

# Durga Puja Celebration



HAPPY  
Durga Puja

# Diwali Celebration



## “বৃষ্টির দিনে আমার উচ্ছ্বাস”

তাপস বর্মণ - (I)

এখন জ্যেষ্ঠ মাস। সূর্যমামা যেন ভোর থেকেই কড়া চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি কখন যে একটু বৃষ্টিতে গা ভেজাবো। অবশেষে আমার মনের ইচ্ছে পূরণ হল। খুব মেঘ করেছে। আমার তো দেখেই মনটা খুশীতে ভরে গেল। ভাবলাম আজ তো স্কুলে যাবই না। বাড়িতে বসে মায়ের হাতের খিচুরী আর ইলিশ মাছ ভাজা খাব। ভাবতে ভাবতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মা তাড়া তাড়ি করে সব জামা কাপড় তুল আনতে গেল। মাকে বেরোতে দেখে আমিও দরজা খুলে বেড়িয়ে জলে ছাপাং করে পা ভিজিয়ে এলাম। উফ্ সে কী আনন্দ। দূরে কতো পাখী ডাকছে। ওদের ও বোধ হয় আমার মতো আনন্দ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের টিনের চালে বৃষ্টির জল পড়ছে। আমি আনন্দে নেচে চলেছি সাথে গান গাইছি —  
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগলা আমার মন জেগে ওঠে।”



## “পরিবেশ দূষণ”

জ্যোতিময় বর্মণ - (III)

পৃথিবীর তাপমাত্রা পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে বেড়ে গিয়েছে গাছ কাঁটা, আর্বজনা, গাড়ির দূষিত ধোঁয়া, জিনিসপ্র পোড়ানো ইত্যাদির জন্যও পরিবেশ দূষিত হয়। বিভিন্ন ভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হলে, গাছ লাগাতে হবে। তাহলে পরিবেশের দূষণের মাত্রা অনেক কমে যাবে। পরিবেশ দূষিত হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পরে। কারণ দূষিত পরিবেশ থেকে নানারকম রোগ হয়। সেগুলি হল - ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া আরও অনেক কিছু। তাই গাছ লাগালে ও যত্ন করলেই পৃথিবীর দূষণ মুক্ত হবে।



## “গরমের ছুটি”

সৌভিক দাস - (II)

গরমের ছুটি পেয়ে আমার খুব মজা হল। কারণ এই গরমের দিনেআর স্কুল যেতে হবে না। এই ছুটি চলাকালীন আমি খুব আনন্দ করেছি। এই গরমের সময় নানা ধরনের ফল যথা- আম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি খেয়েছি। ষষ্ঠী পূজোয় ভাই বোনদের সাথে বেশ মজা করেছি। এইভাবে খেলাধূলা এবং মজার মধ্য দিয়ে আমার গরমের ছুটি শেষ হল। আবার স্কুল খুলে গেল সঙ্গে পড়াশোনা শুরু হল। এখন প্রস্তুতি চলছে যান্মাসিক পরীক্ষার।

## “আমাদের স্কুল”

তনুশ্রী সরকার - (IV)

আমি জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি স্কুলে পড়ি। এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা খুব ভালো। এই স্কুলে পড়ে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। আমি স্কুলে সকাল ১০টার সময় এসে জাতীয় সঙ্গীত করি ও প্রার্থনা করি। আমাদের স্কুলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে। আমার সব থেকে প্রিয় বিষয় অঙ্ক। আমাদের স্কুলে শারীর শিক্ষা করানো হয়। এই স্কুলে ১৩টি শ্রেণী কক্ষ আছে।

আমাদের স্কুলে অনেক সুন্দর গাছ আছে। এই স্কুলে বার্ষিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। আমরা সবাই খুব খুশি হয়ে পড়াশোনা, নাচ, গান, খেলাধুলা ও আবৃত্তি করি, খুব মজা ও আনন্দ সহকারে করি। আমাদের স্কুলের মাঠ অনেক বড়ো। আমাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা হয়। দোলের সময় “বসন্ত উৎসব” পালন করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের খুব ভালোবাসেন।

আমাদের বাবা - মারা খুব খুশি এই স্কুলে আমাকে পড়াশোনা করিয়ে। আমি স্কুলের জন্য গর্ববোধ করি।



## “গাছ আমাদের পরম বন্ধু”

ইমান ব্রহ্মা - (III)

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, সেটা পাই আমরা গাছ থেকে। এই গাছই আমাদের ফুল, ফলের সমারোহে সাজিয়ে তোলে। শুকনো পাতাও ভেঙে যাওয়া ডাল মানুষ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। তাছাড়া গাছ থেকে বহু জীবনদায়ী ঔষধ তৈরি হয়। শুধু তাই নয় আসবাব পত্র তৈরি ও গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্প তৈরী হয়।

গাছ আমাদের পরম বন্ধু।



## “পরিবেশ”

অনুষ্কা সাহা - (IV)

আমরা যেখানে বসবাস করি তার চাপাশে যা কিছু আছে সেই সব কিছুকেই নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ। পরিবেশের উপাদান গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন জীব ও জড়। যে সব প্রাণীদের প্রাণ আছে তাদের বলে জীব এবং যে সব প্রাণীদের প্রাণ নেই তাদের জড় বলে। আবার পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। প্রকৃতি থেকে যেসব জিনিস সৃষ্টি হয় তাকে বলে প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষের তৈরী জিনিস দিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে। পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা ফেলা যাবে না। নানা রকম নোংরা আবর্জনা পুকুর, নদীতে পড়ে সেখানকার জলকে নোংরা করে তোলে। পরিবেশ যদি ভালো না থাকে আমরা ভালো থাকবো না। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা আমাদের সবার কর্তব্য।



# Children's Day



# Mother's Day Celebration





## ELEPHANT

Elephants are the largest existing land animals. They are found mostly in dense forests and are always found in groups. The elephants are black in colour with a small tail, two big ears, thick legs, a trunk, and two little eyes. The teeth of elephants are very costly and are referred to as tusks.

**Bipasha Das**  
Class - IV  
(E.M.)

## INDIAN CULTURE

Indian culture and traditions are popular all over the world. Various art forms, such as dance, painting and music are also a part of India's heritage.

It is believed that India has preserved tradition and cultures for centuries.

Indian cultures and traditions encourage every one to remain peacefully humble and respect other in society.

**Bibek Das**  
Class - IV  
(E.M.)



## “শকুন বিলুপ্তির কারণ”

দিয়ান রায় - (III)

প্রকৃতির সাফাই কর্মী হল শকুন। একসময় আকাশের দিকে তাকালে বোঝাই যেত না কতগুলি শকুন আছে। ভারতে মোট ৯ রকম শকুনের প্রজাতি পাওয়া যেত তার মধ্যে বেশির ভাগ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ১০ দশকে প্রায় চার কোটি শকুন ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা এতটাই কমেছে যে শকুনের সংখ্যা মাত্র ৪০ হাজার থেকে ১০ হাজার। এই দ্রুত শকুনের বিলুপ্তির কারণ ডাইক্লোফেনাক ও কিটো প্রমেশ নামক ওষুধের ব্যবহার। এই ওষুধ পশুদের পক্ষে ভালো হয়ে থাকলেও শকুনের জন্য খুব মারাত্মক ওষুধ। শকুন একমাত্র পাখি যে অনেক প্রকার জীবানুকে হজম করতে পারে। কিন্তু ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রফেন ওষুধ গুলি এতই মারাত্মক যে এগুলি হজম করতে গিয়ে কিডনি নষ্ট হয়ে ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই শকুন মারা যায়। সারা বিশ্বে শকুন বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক শকুন সচেতন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।



## “গাছ বিষয়”

জয়শ্রী রায় - (IV)

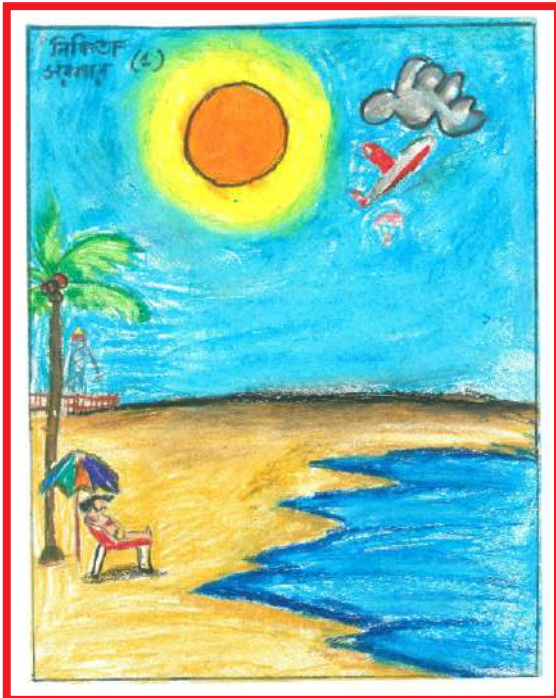
গাছ অনেক ধরনের হয়। গাছ থেকে আমরা ফুল ও ফল পাই। গাছে পাখিরা বাসা বাঁধে। তুলসী গাছের পাতা খেলে সর্দি - কাশি দূর হয়। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। রোদ উঠলে গাছ আমাদের ছায়া দেয়। গাছ ছাড়া আমরা একমিনিটও বেঁচে থাকতে পারব না। গাছ আমাদের খুব ভালো বন্ধু। প্রাণীরা খাদ্যের জন্য গাছের উপর নির্ভরশীল, বীজ থেকে গাছ জন্মায়, গাছের রান্নাঘর পাতাকে বলা হয়। সুন্দর বনে সুন্দরী গাছ আছে। ফনীমনসা গাছের কোনো পাতা নেই। লজ্জাপতি গাছ লজ্জা পেয়ে বুজে যায়। গোলাপ ফুলের গাছের কাটা আছে। সাবাই ঘাসের পাতা থেকে কাগজ তৈরি হয়। গাছের ডাল দিয়ে আমরা আঙুন জ্বালাই। আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য বেশি গাছ লাগাতে হবে। গাছের যত্ন নিতে হবে। গাছ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গাছ লাগালে, প্রাণ বাঁচবে।

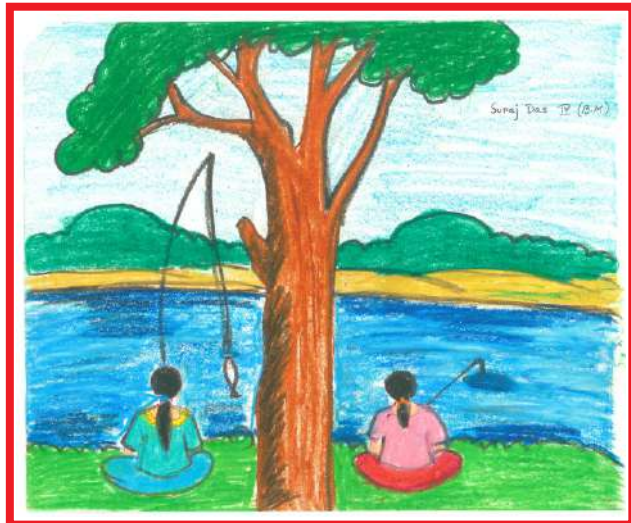
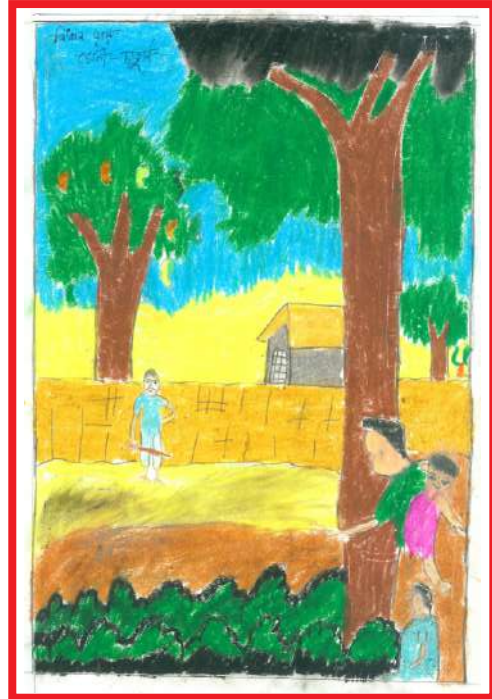


## “একটা ঝড়ের রাত”

স্নেহা রায় - (III)

আজ দুপুর থেকে আকাশে কালো মেঘ জুটেছে। আকাশটা কেমন যেন থমথমে। আকাশের এক কোণে কালো মেঘ জমেছে। সন্ধ্যের পর থেকেই একটু একটু করে বাতাসের বেগ বাড়ছে। কেমন যেন একটু অন্যরকম প্রকৃতি। আকাশে বিদ্যুতের চমক। খুব ঘন ঘন সেই সাথে মেঘের গর্জন। এই রকম চলতে চলতে হঠাৎই কারেন্ট চলে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। দমকা হাওয়া সেই সাথে বৃষ্টি। তখন প্রায় রাত আটটা বাজে। প্রবল বেগে এক একবার আসছে। পরের বার আরও জোরে জানালা দরজা বন্ধ করার সময়ই নেই। - তার আগেই ঝড়, জল বাতাসে আমাদের ঘড় লগু - ভঙ হয়ে গেল। আমরা ঘড়ের মধ্যেই চুপটি করে বসে থাকলাম। ভয়ে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরই হচ্ছিল না। এমন করেই অনেকটা সময় কেটে গেল। শেষে যখন ঘুমোতে যাব তখন ঘড়িতে প্রায় রাত ১০-৩০ বাজে।





## मुखर्ष कछुआ

एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह बहुत बोलता था। उसी तालाब में दो हंस रोज पानी पीने आया करते थे। उन तीनों में मित्रता थी।

एक बार वर्षा न होने के कारण तालाब सूख गया और पक्षी मरने लगे। हंसों ने दूसरी जगह उड़कर जाने के लिए सोचा।

यह बात उन्होंने अपने मित्र कछुए को बताई।

हंसों की बात सुनकर कछुए रोने लगा। उसने उनसे कहा किसी तरह वे उसे भी ले जाएं। बहुत सोचने के बाद कछुए को एक तरकीब सूझी। उसने हंसों से एक छड़ी लाने को कहा और बोला मैं इस छड़ी को मुँह से बीच में पकड़कर लटक जाऊँगा और तुम इस छड़ी को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना। हंसों ने ऐसा ही किया। पर कछुए को सावधान करते हुए कहा कि उड़ते समय तुम जरा भी मत बोलना वरना पकड़ ढीली होने पर तुम गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया वह बिल्कुल नहीं बोलेगा। हंस छड़ी को पकड़कर उड़ने लगे।

कुछ ही देर में तीनों आकाश में उड़ रहे थे। नीचे लोगों ने उन्हें इस प्रकार उड़ते देखा तो चिल्लाने तथा शोर करने लगे। कछुए को गुस्सा आ गया।

वह गुस्से में कहना चाहता था कि नगर के लोग कितने मुखर्ष हैं, शोर कर रहे हैं। उसने ऐसा कहने के लिए जैसे ही मुँह खोला, वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। कहते हैं जो लोग दूसरों की बात ठीक न मानकर मनमानी करते हैं उनका यही हाल होता है।

संदेश :- हमें अपने मित्रों एवं बड़ों की बात अवश्य माननी चाहिए।

**Khushi Roy**  
**Class - IV**  
**Roll No. - 1 (E.M.)**

## ESSAY ON CATS

Cats are really cute. Most of the cats like to drink milk and they Like to eat fish. Cats are afraid of dogs. Cats have really much fur. Some cats love to play with balls. Cats have nine lives. Cats love warm places. Cats are little bit messy. Cats nails are sharp. Cats can see in the dark. Some cats love to bath.



**Soham Adhikari**  
**Class - IV**  
**(E.M.)**

## “আমি একজন মা”

শোভা বর্মণ,

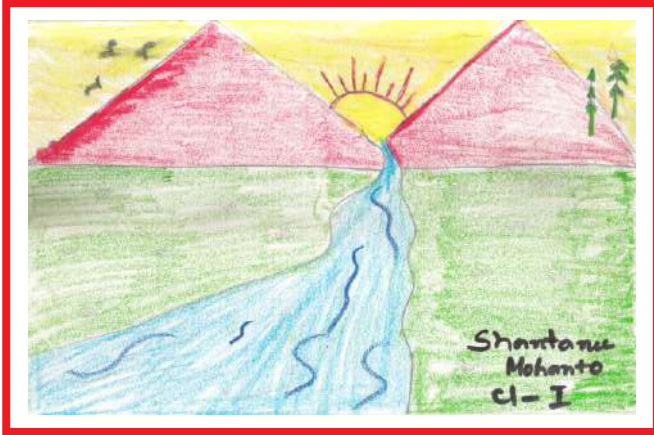
সহ-সভাপতি, জ্ঞানজ্যোতি এ্যাকাডেমি

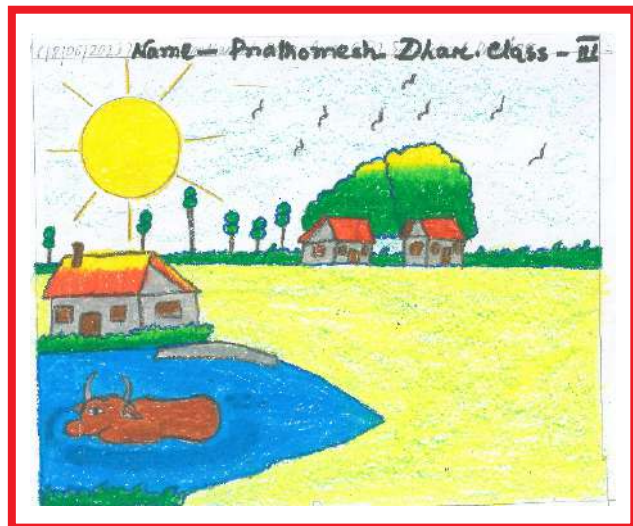
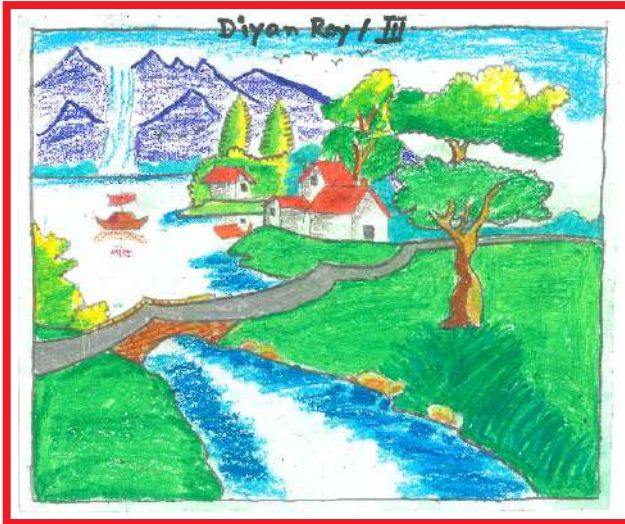
আমার যখন ২৮ বছর বয়স তখন আমার প্রথম সন্তানের (কন্যা) জন্ম। সেই সময় আমি একটি সরকারি সংস্থায় কর্মরতা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আমি ছ মাসের সবেতন ছুটি পেতাম। কিন্তু আমার সন্তানের ঠিক মতো দেখাশোনা ও প্রতিপালন করার জন্য আমি বিনা বেতনে আরো দেড় বছর ছুটি নিয়ে আমার শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাতে ঠিকমতো হয় তার জন্য সময় দিতাম। এখানে একথা না বললেই নয় যে সেই সময় আমি যে বেতন পেতাম তার আর্থিক মূল্য খুব কম ছিলো না। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আমার কাছে সেই অর্থের মূল্য কখনোই বড় মনে হয় নাই। এর পর যখন মেয়ের বয়স তিন বছর এবং ওকে স্কুলে ভর্তি করার সময় ঠিক তখনই আমার কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসে। আরও একবার আমার মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় - অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি, না আমার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেবারেও আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎকেই প্রাধান্য দিয়ে পদোন্নতিকে প্রত্যাখান করে ছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে পদোন্নতি মানেই কর্মক্ষেত্রে আরো বেশি কাজের দায়িত্ব পালন ও স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের জন্য সময়ের অভাব। আমি একজন সরকারি চাকুরীরতা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের প্রতি আমার কর্তব্য পালনে সদা তৎপর ছিলাম। মেয়েকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করা থেকে শুরু করে বইপত্র গুছিয়ে দেয়া, স্কুলে কি কি পড়ানো হয়েছে ও কি কি বাড়িতে পড়তে / লিখতে দিয়েছে সেটা ঠিক মতো করে দেয়া। শুধু তাই নয়, মেয়ে কোন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে সেটাও লক্ষ্য করতাম যেন সে কখনোই বিপথগামী হতে না পারে। আমার খুব ভালো মনে পড়ে আমার মেয়ের জন্মের পর পরই আমাদের বাড়িতে প্রথম টিভি কেনা হয়। তখনকার দিনে “হামলোক” ও “রামায়ণ” সিরিয়াল দুটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। আমরাও নিয়মিত দেখতাম। কিন্তু আমার মেয়ে যখন স্কুলে ভর্তি হয় তারপর থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিরিয়াল দুটি দেখা বন্ধ করেছিলাম যাতে মেয়ের পড়াশোনায় মনোসংযোগে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

আমার মেয়ের জন্মের ঠিক ছ বছর পর আমার দ্বিতীয় সন্তানের (আমার ছেলের) জন্ম হয়। তখনও এভাবেই আমি আমার লড়াই চালিয়ে যাই। বরং দুই সন্তান, চাকরি ও আমার বৃদ্ধা শাশুড়ি মায়ের দেখাশুনা (কারণ কর্মসূত্রে আমার স্বামী সবসময় বাইরে থাকতেন) সবকিছু মিলে আমার লড়াইয়ের মাত্রাটা আরো অনেক বেড়ে যায়। আমার ছেলে যখন নবম শ্রেণীতে পড়তো সেই সময় আমাদের বাড়িতে রঙ্গিন টেলিভিশন ছিল এবং “কেবল লাইন” লাগানো ছিল যাতে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখতে পাওয়া যায়। মেয়ে ততোদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হোস্টেলে চলে গেছে কিন্তু বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল দেখতে গিয়ে যাতে ছেলের পড়াশোনার কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য আমরা পরবর্তী চার বছরের জন্য “কেবল লাইন” এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং ছেলে যখন মেডিকলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তার পরেই পুনরায় “কেবল লাইন” চালু করি। শুধু তাই নয়, উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময় ছেলের স্কুলের পড়াশোনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাইভেট টিউশনের জন্য সকাল বিকাল ছেলেকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোট্ট ছুটি করতে হতো। এভাবেই আমি আমার ছেলে ও মেয়ের জন্য কায়িক ও মানসিক ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছিলাম বলেই আজ ঈশ্বরের কৃপায় ওরা দুজনেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হতে পেরেছে।

পরিশেষে আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকুই বলতে পারি যে মায়েরা যদি তাদের সাময়িক সুখকে বিসর্জন দিয়ে প্রথম থেকেই সন্তানের প্রতিপালনে যত্নবান হন তাহলে অবশ্যই প্রতিটি সন্তান বড় হয়ে প্রকৃত অর্থে সফলতা লাভ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে শিশুরা যতটা না তাদের পিতা মাতার আদেশ পালন করতে পছন্দ করে তার থেকে অনেক বেশি বাবা-মায়ের আচরনকে অনুসরণ করে। তাই সন্তানের সামনে আমাদের কখনোই কোনো খারাপ আচরন করা উচিত নয়।







Honaj Banna  
class - I

## “ শিক্ষা ও সহ পাঠক্রমি বিষয় ”

শ্রেয়সী বিশ্বাস

শিক্ষিকা

এডুকেশন বা শিক্ষা হল আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, বলা যেতে পারে শিক্ষা হল আমাদের হাতের সেই অদৃশ্য অস্ত্র যার সাহায্যে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের জীবনে এগিয়ে যেতে পারে প্রত্যেকটি পর্যায়ে। এই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল “ বিদ্যালয় ”। গৃহশিক্ষা সঙ্গে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা তা একটি ছোট শিশুকে পূর্ণাঙ্গ রূপে মানুষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাইমারি শিক্ষা কারণ একটি শিশুর শিক্ষার ভিত্তি তৈরির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ছোট থেকে তার মধ্যে সামাজিক, চারিত্রিক, মানসিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য গুলো কে ধীরে ধীরে যত্নসহকারে সাজিয়ে তোলা। সবসময় শুধু পুথিগত শিক্ষা একটি শিশুকে সম্পূর্ণ রূপে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেনা, তার সাথে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ ও প্রয়োজন। তাই আমাদের বিদ্যালয়ে সমস্ত শিশুদের পড়াশোনার সাথে নাচ, গান, আবৃত্তি ছবি আঁকা P.T. প্রভৃতি শেখানো হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা এগুলি প্রদর্শন করে নিজেরা আনন্দিত হয় ও অন্যকেও আনন্দ দিয়ে থাকে।



## “ শিক্ষার সেকাল - একাল ”

ডাঃ তমাল প্রিয় বর্মণ

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রদান করা হত গুরুকুল আশ্রমে। সেখানে একজন গুরু তার শিষ্যদের শিক্ষা দান করতেন। তখন ছিল না কোনো ব্ল্যাকবোর্ড, চক্, ইউনিট টেস্ট। শিক্ষা তখন ছিল খুব সহজ, সরল, সাবলীল। উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে জীবন সংগ্রামের জন্য তৈরী করা।

বর্তমান যুগে শিক্ষার সংজ্ঞা অনেকটা বদলে গেছে। শিশুর জন্মের পর থেকেই তার জয়েন্টের কোচিং সেন্টার খোঁজা শুরু হয়ে যায়। র‍্যাঙ্ক এবং মার্কেট দৌড়ে অনেক ক্ষেত্রে শিশুর শৈশব ও সার্বিক গঠনকে উপেক্ষা করা হয়।

চিন্তাশীলতা মননশীলতা ও কৌতূহলকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেওয়া হয়না। আধুনিকতার প্রবাহে শিক্ষা এখন মানুষের কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও ফোনেও এসে উপস্থিত হয়েছে। জ্ঞানের সমুদ্র এখন প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের দ্বারা মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। তবে সেই জ্ঞানসমুদ্র থেকে জলের কণা সঞ্চয় করার জন্য একজন শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন। সেই শিক্ষক শুধুমাত্র স্কুলের টিচার নন। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষক তার পিতা, মাতা, যাদেরকে শিশু নিজের অবলীলায় অনুকরণ করে। জীবনের শিক্ষা, সমাজে নিজের অবস্থান ও তার ব্যবহারিক শিক্ষা স্কুলে পৌঁছানোর আগেই তৈরী হতে থাকে। সব শেষে আসে স্কুল যেখানে শিশু তার শিক্ষক ও পরিবেশ থেকে মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

তথ্য ও প্রযুক্তি যতই লাফ দিয়ে দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুক শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কোনোকালেই কমবে না। যুগে যুগে তার আকার ও ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু মানুষ গড়ার এই কাজটা এক চিরন্তন চলমান প্রক্রিয়া।

## **BLUE BABIES** **DR. APARNA BASUMATARY**

Children suffer from a range of different diseases from the common cold to the deadly leukemias. There are a few unfortunate ones who are born with a hole in their heart. Some of these babies with a hole in their heart are called blue babies because they turn blue due to lack of oxygen in their blood. Long back there were no treatments available for such condition. The unfortunate children would succumb to the disease in few days or few years after birth. However, in present day medical science has progressed such that these birth defects of the heart can be corrected by surgery.

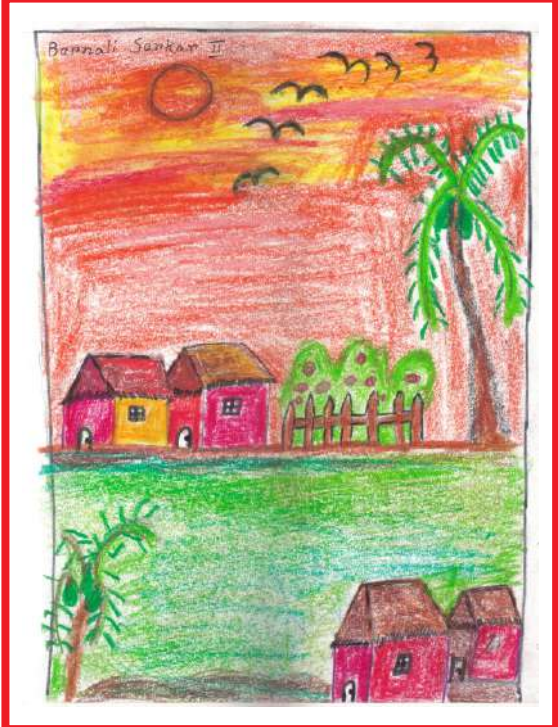
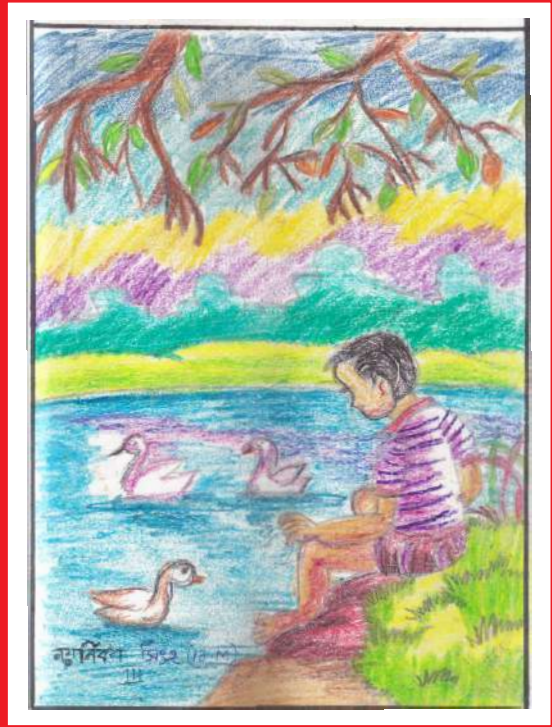
The most common such birth defect is known as Fallot's tetralogy. Way back in 1940s two doctors by the names of Dr. Alfred Blalock and Dr. Helen Taussig were pioneers in devising surgery for correction of the defect. However, it was Vivien Thomas, the unnamed black laboratory surgical assistant of Dr. Blalock who was the brains behind the surgery and performed it for the first time on a dog. Thereafter in 1944, Dr. Blalock performed the surgery for the first time on a 15 month old baby named Eileen. In minutes after completing the operation the blue baby turned pink. Thus started a new era in medical science.

In our country due to huge social inequalities, many children with such conditions are diagnosed late and many do not receive appropriate surgery at the right time. This leads to many avoidable deaths of young children. Increasing social awareness and societal progress will lead to prevention of such losses in the coming days.



# School Picnic





## “पुस्तक”

मेरी पुस्तक रंग-बिरंगी,  
कहे कहानी यह सतरंगी ।

कहती बातें नई पुरानी,  
जैसे बोलें दादी-नानी ।

परीलोक की सैर कराती,  
कभी-कभी वो हमें डराती ।

हँसाती कभी रुलाती,  
दुनिया की हर बात बताती ।

**Shukla Saha Mandal**  
**T.I.C. (E.M)**

## Role and Duties of Teacher

Teachers have many responsibility towards children and School Teaching is the first duty of the teacher. The teacher should prepare lessons regularly. He/She must always try to improve Teaching Skills. Teachers should have excellent communication skills so that the students can understand everything and learn with care. Teachers should guide the students on the right path and help them to build their confidence. He/she is responsible for maintaining discipline in the classroom. The very important thing, teachers need to know is their students behaviour. They are responsible not just to teach syllabus but inspire students by exchanging thoughts, sharing a bond and being with them in every up and down.

A teacher plays various roles in designing the future of the students. He/she always see all the Students equally. This profession calls for a tremendous amount of patience and hardwork. Being ideal teacher does not simply mean lecturing students, they must actively participate in the work in order to keep them motivated.

TEACHER Stands for :-

- T - Truthful
- E - Exemplary
- A - Able
- C - Creative
- H - Helpful
- E - Encouraging
- R - Role-model.

**Shukla Saha Mandal**  
**T.I.C. (E.M)**

## “পরিবার, শিক্ষা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম”

শোভা দাস সরকার

প্রধান শিক্ষিকা

সৃষ্ট শারীরিক, ও মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে শৈশব। শৈশবকালীন বিকাশ একজন মানুষের পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। প্রাক শৈশবে মা - বাবার সঙ্গে বন্ধন এবং প্রথম শিক্ষন অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অভাববোধ ও হতে পারে। যদিও অপূর্ণতা ছাড়া বেড়ে ওঠা শিশুর ক্ষেত্রে ও সেটি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে শৈশবকালে শিশুদের হাতে বই ফেলার সামগ্রী তুলে দেওয়ার সাথে পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের রয়েছে বিশাল দায়িত্ব।

আমরা অনেক সময় দেখি মা - বাবার সান্নিধ্য ছাড়াই বড় হচ্ছে শিশুদের একটি অংশ। এদের মধ্যে কিছু আছে যাদের বায়োলজিক্যাল মা - বাবা কেউই নেই। কিছু শিশু আছে যাদের মা অথবা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। এছাড়াও কিছু শিশুর বাবা - মা কে উপার্জনের জন্য বাইরে থাকতে হয়। শিশুর সৃষ্ট বিকাশে ভূমিকা রাখে প্রয়োজনীয় খেলা ও পড়ার উপকরণ। সেইসঙ্গে সঠিক তদারকিও। অনেক শিশুই আছে, যারা কোনো না কোনোভাবে শারীরিক ও মানসিক পীড়নের শিকার হচ্ছে।

একটি শিশুর সামাজিক, শারীরিক মানসিক ও ভাষাভিত্তিক বিকাশের জন্যে খেলাধুলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুরা যখন খেলা করে, তখন তারা বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার অনুসন্ধান, করে নতুন চিন্তার উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষার বিভিন্নদিক প্রসারিত করার সুযোগ পায়।

শিশুরা খেলার মাধ্যমে পারস্পারিক মতবিনিময়, পরিকল্পনা করা, সমস্যা সমাধান, নতুন কিছু সৃষ্টি করা ও বাস্তব জীবনের অনেক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। আগেকার দিনের পড়াশোনার ধরণ যাই থাকুক না কেন বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ছিল খোলামেলা। শিশুরা সুযোগ পেলেই ক্লাস শুরুর আগে ও পরে মাঠে দৌড়া দৌড়ি করতে পারত। খেলতে পারতো। কিন্তু এখন আর আগের মত সেই সুযোগ নেই।

কিছু ক্ষেত্রে আবার পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা হয়, শিশুকে দারুণভাবে যা কষ্ট দেয়। সহপাঠীদের সামনে অপমানের যন্ত্রনা সে খুব কষ্ট পায়। সে নিজেকে অপরাধী, ছোট ও হীন মনে করে শারীরিক ক্ষতি সহজে মিটে গেলেও শিশুর মধ্যে অপমানবোধ সহজে শেষ হয় না। দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, মানসিক দুশ্চিন্তা ও শাস্তির কারণে শিশুরা কম শেখে।

শিশুরা খুবই আনন্দপ্রিয়। তারা আনন্দময় পরিবেশেই বেশি শেখে। শিশুরা শিক্ষককে দেখে পরোক্ষ ভাবে শাস্তি বা মারামারি করা শেখে। স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তাই শিশুর আনন্দময় শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, শিশুর সঙ্গে আদর - ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। তাঁর চাহিদা, মানসিকতা ও পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে। খেলার মাঠে খেলা করতে দিতে হবে। উন্মুক্ত জায়গায় ঘুরতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে শিশুর সাথে খেলতে হবে ও মজার মজার গল্প বলতে হবে। তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে ও তার নিজেস্বতা প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে।

বিদ্যালয়ের পিরিয়ডের ফাঁকে শিশুদের বিরতি থাকতে হবে। যাতে তারা হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। বন্দুবান্ধবদের সাথে মতবিনিময় করতে পারে। হাসতে পারে মন খুলে কথা বলতে পারে। এগুলো প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্যে খুবই প্রয়োজন যা বুঝতে হবে আমাদের সমাজ, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের।

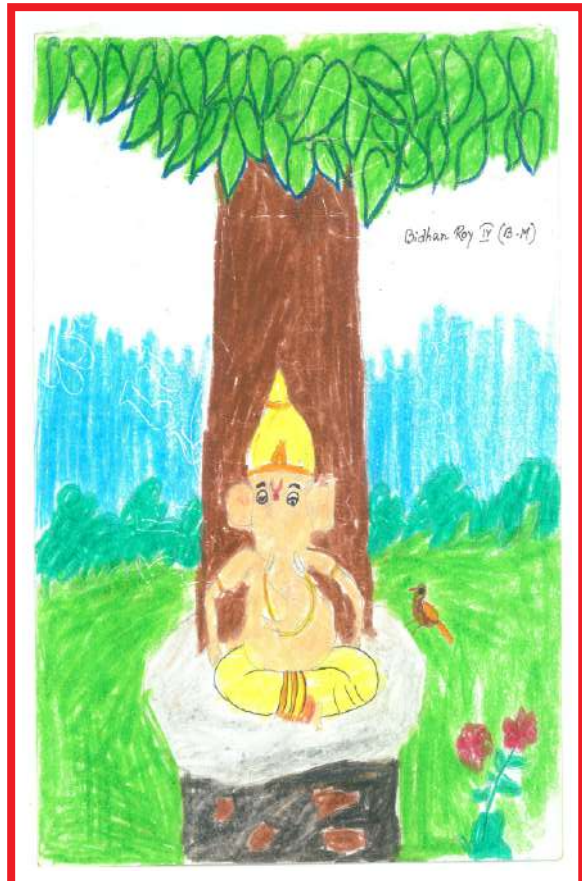
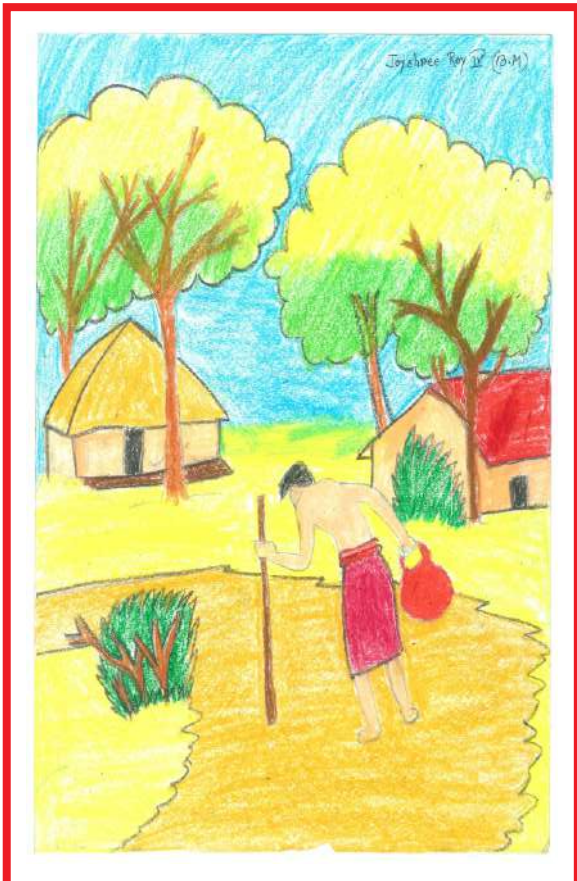
আমাদের জ্ঞানজ্যোতি স্কুলের সম্পাদক শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মণ মহাশয়, তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি শুরু করেন। উদ্দেশ্য একটাই যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ খুব অল্পখরচে তাদের সন্তানদের উন্নতমানের শিক্ষা দিতে পারেন।

আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। আমাদের জীবনের প্রতিটি সাক্ষ্যের মুহূর্ত সন্তানের মধ্যে ও প্রতিফলিত হোক, এটা আমরা চাই। আমরা এই বিদ্যালয়ে প্রতিটি অভিভাবকের, প্রতিটি স্বপ্ন লালিত করছি। আমাদের বিদ্যালয়ের সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি, আমাদের আগামী প্রজন্মকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। এর জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রকাস্ত ভাবে কাম্য।

কবির ভাষায় বলতে গেলে — ‘এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।’







## ART AND CRAFT

Art and craft is creative work. Create a real thing from imagination. Art allows kids to show their creativity and express their feelings through colours and paints Basically children use their fingers in doing art work. It develops their motor skills. They use small muscles of their hands while using paint, colour or glue. They can able to create many new things. It helps to build. patience among children. Art and craft is a very important activity. It is very interesting activity for all age group. Art and craft are making things with one's own hands .

Art and craft is usually a hobby. Art is a very creative way of expressing things or feelings. It includes painting and drawing.

Madhubani painting is the best example of art. Art activities it also build. confidence in kids.

Thank you

**Tanushree Mandal**  
(Teacher / E.M.)

## My School My Pride

**My School My Pride**

**Where we had a wonderful school  
ride!**

**We read, we write**

**And make our future bright...!!**

**We learnt to respect...!!**

**Not to expect...!!**

**We laugh, we cry.**

**We play we study with our buddy...!!**

**and that is why we call**

**My school, my pride.**

**Kajal Sinha**  
**Class-I (E.M.)**

### A Small Advice

Every person has a beautiful mind. A beautiful mind. is one that no matter what, always tries to love and see the best in people. It is one that tries to laugh at the little things and smiles when in pain. A beautiful mind is the sort of mind that doesn't give up on stop living. A beautiful mind is joyful mind. A beautiful mind is focused on What is good, honorable and helpful to others and to oneself. We have to love ourself first before we can love other people. Kindness. are my pinnacle. Even if people are not Kind back to me atleast I know I have tried. to show love to them. I think of it as planting seeds But be careful that people don't take advantage of us and we have strong boundaries. Make yourself proud to be who you. are and you will find that your is that of purity you a be proud of and you can you say can have a beautiful mind.

Priyanka Roy

## YOGA (Art of living)

Have you ever heard of yoga? It's a cool and fun practice that helps us feel healthy and happy. Yoga is like a special exercise that makes our body, mind and heart all happy together.

In yoga, we do different poses called "asanas". These poses are like super-strechy. exercises that makes our body flexible and strong. We can become like superheroes as are bend, twist, and reach for the sky! Yoga helps us improve our balance and posture too, so we can stand tall like a tree.

Yoga is not just about moving our bodies; It's also about breathing and calming our mind. We learn to take deep breath like a dragon or a calm see. Breathing exercises in yoga help us feel peaceful and less stressed we can ever imagine we're blowing away all the worries and troubles with' each breath out!

Yoga teaches us to be present in the moment and pay attention to what's happening around us. We can become like detectives, noticing the sounds, smells and feelings. This helps us feel happier and more grateful for the little things in life, like a beautiful flower or a warm hug.

Yoga a is for everyone, no matter how old or young you are. We can do yoga at home in a park or ever in our class rooms. We can do yoga with our friends, family or ever our pets. it's a great way to bond and have fun together. All we need is a comfy space and a Smile on our face

yoga is like a magical Journey that brings happiness to our bodies, minds and hearts with yoga, we can stretch, breathe, and feel great! It's a fun and exciting way to stay healthy, calm, and full of Joy. So, let's roll out our mats, strike a pose, and let our inner yogi shine!.

"yoga is that art and science which is calculated to ensure an individual's perfect health for the body and is finite happiness for the mind and perfect Spiritual development of the soul!".

Name : Mahuya Ghosh  
Designation : Teacher

“জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি ... ফিরে দেখা”

সায়নী মুখোপাধ্যায়-  
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা।

আমার চোখে দেখা ‘জ্ঞানজ্যোতি একাডেমির’ উত্থান সম্পর্কে কিছু কথা সবাইকে জানাব। আজ আমরা যেখানে অর্থাৎ বিধানপল্লীতে যে বিদ্যালয়টি দেখতে পারছি তা কিন্তু প্রথমেই এতো বড় ও এখানে ছিল না। এটি প্রথমে ইন্দীরা পল্লীতে অবস্থিত ছিল। জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মৌমিতা চ্যাটার্জীর হাত ধরে পথ চলা শুরু করে। মাত্র ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে। জন্মলগ্ন থেকেই আমি এর সাথে জড়িত না থাকলেও আমার জীবনের ৮টি বছর এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আজ আমরা যাকে একটি প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য বিদ্যালয় হিসাবে দেখছি সেটি কিন্তু একদিনেই সম্ভব হয় নি। এর পেছনে অনেক মানুষের পরিশ্রম লুকিয়ে আছে। কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করতে গেল আমরা জানি একটি জমির সবার আগে দরকার। আমাদের বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মহাশয়ের (শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মণ) পত্নী শ্রীমতী শোভা বর্মণ (ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য) এর নাম এখানে সবার আগে উল্লেখ করতেই হবে। তিনি এই জমিটি, যেখানে আমরা বর্তমান জ্ঞানজ্যোতি একাডেমিকে দেখতে পারছি তা ‘জ্ঞানোদীনী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ কে দান করেন। এই বিদ্যালয়টি একটি ট্রাস্টের অন্তর্গত। এই বিদ্যালয়টি শ্রী নরেশ ও শ্রী সুরেশচন্দ্র বর্মণ মহাশয় ওনাদের, মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি করেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই হলো প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যাতে সমাজে নিজেদের জায়গা করে নেয় অর্থাৎ সমাজের বৃক্কে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে তার ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া। যাতে পরবর্তী উচ্চশিক্ষার স্তরে গিয়ে তারা যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যখন ক্রমশই বাড়তে থাকে তখন পরবর্তী কালে শ্রী নরেশচন্দ্র বর্মণ মহাশয় এই বিধান পল্লীতে ২০১৮ সালে বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করেন।

এখন আমরা ফুলে, ফলে, সবুজে সতেজ যে বিদ্যালয়টি দেখতে পারছি তা কিন্তু প্রথমেই এতো সুন্দর ছিল না। এর কৃতিত্ব আমাদের সেক্রেটারী মহাশয়কে না দিলেই চলে না। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষাকর্মী ও সমস্ত শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় এই বিদ্যালয় এতো সুন্দর ভাবে গড়ে উঠছে। এখানে নাসারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত দুই মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৮০ এরও বেশী। জ্ঞানজ্যোতি একাডেমিকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মণ মহাশয় ও বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শোভা দাস সরকার ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টা যে একদিন বাস্তবে পরিণত হবে এবং জ্ঞানজ্যোতির জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব।



“শীত কাল”

প্রিয়াংশু রায়- (B.M) (I)

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।

ছয়টি ঋতুর শীত অন্যতম ঋতু।

পৌষ ও মাঘ মাস শীত ঋতু।

এ সময় চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে এবং প্রচণ্ড শীত পড়ে শীতকালে দিন ছোটোও রাত বড় হয়। এই সময় মিস্তি খেজুরের রস পাওয়া যায়। গ্রামে শীতকালে বিভিন্ন ধরনের পিঠা পুলি তৈরি করা হয়। শীতকালে কমলা লেবু, আতা, কুল, প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। এইসময়ে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, চাঁপা, টগর প্রভৃতি ফুল ফোটে। শীতকালে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি পাওয়া যায়। যেমন - লাল শাক, পালং শাক, গাজর, লাউ, শিম, , বীট, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি। এ সময় গ্রামের পরিবেশ অতি মনোরম। ইংরেজিতে ডিসেম্বর মাসে ২৫ তারিখে আমরা বড় দিন পালন করা হয়। তাই শীত ঋতু আমাদের প্রিয় ঋতু।

## “স্মৃতির পাতায় শৈশব”

বন্দনা রায়

শিক্ষিকা (বাংলা মাধ্যম)

স্মৃতির পাতায় ডুব দিতে কার না ভালো লাগে ! সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক রঙীন শৈশব ।

শৈশব মানেই প্রাণের উচ্ছ্বাস, শৈশব মানে হাজারো পাগলামি, তার সাথে প্রাণ খুলে হাসি, চিৎকার করে কান্না, অনেক আবদার আর এক আকাশ দুষ্টুমি । সঙ্গে মায়ের বকুনি আর অন্তরের লুকোনো ১০০% ভালোবাসা ।

মায়ার ডলফ বলেছেন — “ স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে প্রয়োজন একটি সুন্দর এবং কৌতূহলী শৈশব ।”

প্রত্যেকের শৈশব তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটা সময় । সেই সময়ের ভাবনা গুলো ছিল ভীষণ স্বচ্ছ, কী ভীষণ সুন্দরছিল সেই শৈশব — যেখানে ছিল পরিবারের কঠোর শাসন — মায়ের শাস্তি - আর বাবার কাছে গিয়ে আবদার । সেই সময় বন্ধুদের সাথে প্রাণ ভরে মাঠে গিয়ে খেলেছি আমরা । হা ডু-ডু, কাবাডি, গোলাছুট, কানামাছি, চোর পুলিশ, লুকোচুরি আরও কতকি । হারিয়ে ফেলেছি বা হারিয়ে গেছে জীবনের পাতা থেকে সেই দিনগুলি । ভোর বেলা চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠে দিদা ঠাকুমার সাথে ফুল তোলা - তার পর পড়তে বসা, সকালের পড়া সেরেই, দশটা হলে বই বগলে স্কুলে যাওয়া । স্কুলে গিয়ে প্রার্থনার লাইনে সবার আগে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে নিয়ে ক্লাস রুমে গিয়ে বসে অংকের শিক্ষিকার অপেক্ষা করা । তার পর অংকের ক্লাসটা হয়ে গেলে মনে হতো সব পড়াই বোধহয় শেষ হয়ে গেছে । আমাদের সময়ে স্কুলে কোন বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিলনা, কিন্তু আনন্দ ছিল এতটাই বেশি সে, একদিন স্কুলে না গেলে মন খারাপ লাগত । পড়া না পারলে শাস্তি পেতে হতো । কিন্তু তার জন্য অভিভাবক রা কখন অভিযোগ জানাতে যেত না । উল্টো বাবা -মায়েরা বলতেন পড়া না করলে শাস্তি তো - তোমায় পেতেই হবে । সে যাইহোক - সেটা ছিল অতীত - আর এখন হল বর্তমান ।

যদিও সেই সময় বর্তমানের এই ‘মুঠোফোন’ নামক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি । তাই হয়তো জীবনটা এত সুন্দর ছিল । তখন ফেসবুক ছিলনা, Vedio Game ছিল না Whats app ছিল না আর You-tube ও ছিল না । ভালো করে পড়াশুনা করলে, বড়দের আদর পাওয়া ছিল । কখন কোনদিন মায়ের বা ঠাকুমা /দিদার সঙ্গে কারোর বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া ছিল । কোথাও গিয়ে বা কারো বাড়ীতে গিয়ে নারকেল চিড়া খাওয়া ছিল । পাড়ায় কারো বাড়ীতে কোনো অনুষ্ঠান হলে, কাকিমা, জ্যাঠিমা পিসি / মাসিদের সাহায্য করা ছিল । কলাপাতায় নেমস্তম্ব বাড়ীতে খাওয়া ছিল । স্কুলে গিয়ে দরজায় চাপাদিয়ে ভেঙ্গে আম পেয়ারা বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া ছিল । বৃষ্টি পড়লে মাঠের জমা জলে দৌড়ানো ছিল । হারিয়ে যাওয়া সেই ছেলে বেলা যেন শুধু হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে - “ আয় আয় কে যাবি, আয় কে মন-হারাবি এক মুঠো রোদ ধরতে”

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ভাষায় বলেছিলেন - আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে । বৈশাখ মাসে তার হাটু জল থাকে..... । সত্যিই ছোট নদী ছিল - কাদায় ভরা রাস্তায় হাটা ছিল । গোরুর গাড়ি ও পার হয়ে যেতে দেখেছি শৈশবে । কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম সেই ছেলেবেলা বা শৈশবের আনন্দথেকে বঞ্চিত ।

“আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম” — সত্যিই তাই খালি পায়ে যে কোন রকমের পোশাক পড়েই টিনের একটা বাস্ক হাতে নিয়ে হাওয়াই চটি পরে একছুটে চলে যেতাম স্কুলে । বোতলে জল খাওয়া সেই সময় আমাদের জানাতাম না । চাপা কলে হাত দুটো জড়ো করে পিপাসা পেলে জল খেতাম । জল খেতে গিয়ে একটু জামাটা ভিজে যেত বৈকি — তাতে কি ! মজাতো হতো । বই এর মলাট লাগানোর জন্য ব্রাউন পেপার তখন কিনতে পাওয়া যেত না । খবরের কাগজ অথবা পুরানো ক্যালেন্ডার দিয়েই বইয়ের মলাট লাগাতাম । অথবা জামা কাপড় কিনলে যে, ব্রাউন পেপারে বড় বড় প্যাকেট পাওয়া যেত তাই দিয়ে বইএর মলাট দেওয়া হত ।

আমরা তখন চিঠি লিখতাম। উৎসব, অনুষ্ঠানে পূজো পার্বনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম ছিল চিঠি। বিজয়া দশমী, নববর্ষে, ভালোবাসায় এমন কি দুঃখ প্রকাশ করেও চিঠি লেখাই ছিল একমাত্র পথ। আমরা জানতামই না ইমোজি কি জিনিস। চিঠির ভাষাতেই আমাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ পেত। দুঃখ, সুখ, আনন্দ, বেদনা সবেতেই রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়েছি। সবসময়ের, সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল “রবিঠাকুর।” তাঁর লেখা গান, কবিতা চিঠিপত্র সকল কিছুই এই জীবনে বড় হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

রবিঠাকুরকে সঙ্গে নিয়েই বলতে ইচ্ছে হয় —  
 মনে ছবি আসে — ঝিকিমিক বেলা হল -  
 বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছে তাড়া তাড়ি  
 কচি মুখখানি - বয়স তখন ষোলো  
 তনু দেহখানি, ঘেরি যাচ্ছে ডুরে শাড়ি  
 তাম্র থালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে  
 সিন্ধু রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি,  
 ছায়া হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে —  
 কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি ??



# FEAR

## Fright Entered Amid Rest

She is asleep.  
snoring quietly  
awaking a while after  
sitting uprightly on her couch  
without notice  
fear enclosed her  
why am I frightened? asked the  
Voice of mind said loudly,  
fear of the hidden  
fear of the failure  
fear of the unrevealed  
Fright Entered Amid Rest  
I must rest,  
I must remain calm  
no cause to be afeared  
creator is on guard - The mumbled  
without notice.  
untrue facts vanished.

**Bhaswati Roy**  
**Teacher (E.M.)**